২বছর আগের মতো নিরাপত্তার কড়াকড়ি নেই, তবে অত্যন্ত গোপনে

কামারপুকুরে মায়ের কাছে অসীমানন্দ

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট

দু'বছর পর আবার হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর গ্রামে নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেলেন স্বামী অসীমানন্দ ওরফে নবকুমার সরকার। মঙ্গলবার রাতে তিনি কামারপুকুরের বাড়িতে মায়ের কাছে আসেন। বুধবার সারাদিন কাটিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে আবার চন্ডীগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। উল্লেখ্য, স্বামী অসীমানন্দ ওরফে নবকুমার হলেন কামারপুকুরের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ সরকারের ছেলে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের কাছেই তাঁদের বাড়ি। সেই বাড়িতে এখন মা প্রমিলা সরকার এবং তাঁর ছোট ভাই সুশান্ত এবং বৌমা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা থাকেন। ৭ ভাইয়ের মধ্যে নবকুমার হলেন দ্বিতীয়। তাঁদের আদি বাড়ি পুরশুড়ার ভুঁয়েড়া গ্রামে। ৪৭ বছর আগে তাঁরা কামারপুকুরে বসবাস শুরু করেন। প্রত্যেক ভাই নিজ নিজ পেশায় প্রতিষ্ঠিত। কেউ শিক্ষক, কেউ চিকিৎসক, কেউ পদস্থ সরকারি কর্তা। নবকুমারও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। তখনই তিনি রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে সংঘের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে

উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বনবাসী কল্যাণ সমিতি গড়ে তুলে গুজরাট, ছত্রিশগড়, আন্দামানসহ দেশের বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় তাঁদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে থাকেন। পাশাপাশি সংঘের আদর্শ প্রচারেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এর পরেই হঠাৎ সমঝোতা এক্সপ্রেসসহ বিভিন্ন বিস্ফোরণের ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়ে পড়ে। ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তাঁকে গ্রেফতার করে। তারপর থেকে তিনি হরিয়ানার আম্বালা জেলে বন্দি ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি সমঝোতা এক্সপ্রেস মামলায় জামিন পান। কিন্তু মক্কা মসজিদ ও আজমেঢ় বিস্ফোরণে তাঁর নাম থাকায় তিনি তখন মুক্তি পাননি। কিন্তু তাঁর মা প্রমিলাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়ায় বছর দুয়েক আগে তিনি মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য আদালতের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। তখন প্যারলে তিনি ছাড়াও পান। মায়ের কাছে এসে জয়রামবাটীতে দেখাও করেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনির মধ্যেই তাঁকে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। তাই দীর্ঘ ২৮ বছর পর সেই দেখা করার মধ্যে আনন্দ খুশি বাড়িতে এসেছিলেন। সংবাদমাধ্যমকেও বিষয়টি জানতে দেননি। এমনকি তাঁর আসার কথা অনেক প্রতিবেশিও টের পাননি। দমদম এয়ারপোর্টে নেমে শনিবার তিনি সোজা চলে গিয়েছিলেন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি অযোধ্যা কল্যাণ সমিতির আশ্রমে। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে সেখানেই তিনি কয়েকটা দিন কাটান। সোমবার লহরিয়া শিবমন্দিরে পুজোও দেন। এরপর মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ তিনি কামারপুকুরে পৌঁছে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ তিনি গাড়িতে করে রওনা দেন দমদম বিমানবন্দরে। সেখান থেকে দিল্লি হয়ে তিনি পৌঁছে যাবেন চন্ডীগড়ে। তিনি এই প্রতিবেদককে জানান, অনেকদিন পর মায়ের কাছে এসে খুব ভালো লাগল। আবারও সময় পেলেই গ্রামের বাড়িতে মায়ের কাছে আসবেন।

তিনি জানান, এখন আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করে যেতে চান। তবে ভবিষ্যতে তিনি রাজনীতিতে আসবেন কিনা এপ্রশ্নের উত্তর তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান। অন্যদিকে তাঁর মা প্রমিলাদেবী জানান, অনেকদিনের পর ছেলেকে কাছে পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। বহুদিন আগে পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে দেখা করতে হয়েছিল। কিন্তু এবার সেসবের কিছু কড়াকড়ি ছিল না। ফলে আরও ভালো লেগেছে।

চাঁপদানি উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি ঃ হুগলির চাঁপদানি পৌরসভার উপনির্বাচনে ১২নং ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী রেখা কুমারী পাসোয়ান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী অঞ্জনা চৌধুরীকে ৮৮৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। বৃহস্পতিবার সকালে চন্দননগর মহকুমা দপ্তরে এই উপনির্বাচনের গণনা হয়। সেখানে মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে ভোট গণনা হয়। কিন্তু এই ভোট গণনার সময় বিজেপি প্রার্থী বা প্রার্থীর হয়ে কোন কর্মীদের দেখা মেলেনি। এক কথায় বলা যেতে পারে বিজেপি প্রার্থীর হেরে যাওয়া নিশ্চিত বলেই তাঁরা আসেননি। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র জানান, এই ওয়ার্ডে গতবারের মিথ্যা পরিচয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে জিতেছিল বিজেপি। এবারের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। এখানের মানুষ বা ভোটাররা উচিত জবাব দিয়েছেন। তবে ভোটের ব্যবধান আরও বেশি হবার আশা করেছিলাম। বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি কৃশান সাউ জানান, ঠিক মতো ভোট গ্রহণ করা হলে এবার আমরা আমাদের প্রার্থীকে জয়ী করাতে পারতাম।

পুলিশের সঙ্গে তৃণমূলের নেতারা মিলে মিশে ভোট লুটপাট করেছে। এর প্রতিবাদ করতে আগামী দিনে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এদিন গণনার পর বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর হাতে মানপত্র তুলে দিলেন চন্দননগর মহকুমাশাসক।

ভদ্রেশ্বর থানার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি ঃ সম্প্রতি হুগলির ভদ্রেশ্বর তেলেনিপাড়ায় একটি বিদ্যালয়ে ভদ্রেশ্বরের তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয় তেলেনিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ব্যবস্থায়। এদিন এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের এসডিপিও রানা মুখোপাধ্যায়, ভদ্রেশ্বর পৌরসভার পৌরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়, ভদ্রেশ্বর থানার ওসি অনুপধুতি মজুমদারসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। ভদ্রেশ্বর থানার এস আই প্রদীপ কুমার মণ্ডল জানান, ৪ আগস্ট তেলেনিপাড়ার তিনটি বিদ্যালয় থেকে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সফল প্রতিযোগীদের প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য চন্দননগর এসডিপিও রানা মুখোপাধ্যায় এবং ভদ্রেশ্বর পৌরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ বুধবার রাতে হুগলির গোঘাট থানা এলাকায় এক বড়সড় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল। এক ব্যবসায়ীর মুখে ও মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁর কাছে থাকা ৬০ হাজার টাকা এবং পাঁচ ভরি সোনার গহনা ছিনিয়ে নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের রঘুবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনপুর এলাকায়। ওই ব্যবসায়ীর নাম অলোক হাজরা। বাড়ি রতনপুর গ্রামে। ওই এলাকারই বাড়ি থেকে দু'কিমি দূরে মদিনা মোড়ে তাঁর একটি জুয়েলারি দোকান আছে। প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতেও তিনি দোকান বন্ধ করে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন দুটি বাইকে করে পাঁচ দুষ্কৃতী তাঁর পিছু নেয়। তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি। এরপর গাড়ি থেকে আধ কিমি আগে রতনখানা মোড়ের কাছে একটি বাইক এগিয়ে গিয়ে তাঁর বাইক আটকায়। দুই দুষ্কৃতী বাইক থেকে নেমে তাঁর কাছে থাকা ব্যাগটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাকি তিন দুষ্কৃতীও পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলে। তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে পিছন থেকে তাঁর মাথায় ভারি কিছু জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়। তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। মুখে ও মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। এরপরেই তিনি দুষ্কৃতীদের হাতে ব্যাগ তুলে দিতে বাধ্য হন। ওই ব্যাগের মধ্যে ৬০ হাজার টাকা এবং ৫ ভরি সোনার গহনা ছিল বলে অলোকবাবু জানান। এরপর দুষ্কৃতীরা ওই ব্যাগ নিয়ে গোঘাটের দিকে চম্পট দেয়। দুষ্কৃতীরা চলে গেলে অলোকবাবুর চিৎকার শুনে এলাকার মানুষ তাঁকে উদ্ধার করে গোঘাট ১নং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর মাথায় চারটি সেলাই দিতে হয়। এরপর তিনি গোঘাট থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। সঙ্গে সঙ্গেই গোঘাট থানার ওসি মিঠুন ব্যানার্জী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি সমস্ত থানাকে ওই দুষ্কৃতীদের বিষয়ে সতর্ক করেন। আরামবাগ থানার আইসি শান্তনু মিত্রও ঘটনাস্থলে যান। আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন এলাকার রাস্তার মোড়গুলিতে গাড়ি থামিয়ে তল্লাশিও চালানো হয়। কিন্তু দুষ্কৃতীদের ধরা যায়নি। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ব্যবসায়ীরা এধরনের ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে সেব্যাপারে রাতে মোবাইল পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানোর জন্য দাবি জানিয়েছেন।

হুগলির গোঘাট থানা এলাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার হয় ১২টি তাজা বোমা। বৃহস্পতিবার সকালে গোঘাটের ডিকপাস মাঠে সেই বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করেন বোমস্কোয়াডের কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন গোঘাট থানার ওসি মিঠুন ব্যানার্জী।

রিষড়ায় কৃষ্ণ জন্মোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ বুধবার সন্ধ্যায় হুগলি রিষড়া সন্ধ্যাবাজারে পূর্ণবাবুর মাঠে সমাজসেবী তারক সিং-এর পরিবারের উদ্যোগে কৃষ্ণ জন্মোৎসব পালিত হল। পঙ্কজ সিং জানান, নন্দ উৎসবের জাগরণ উপলক্ষ্যে এদিন লোকগীতি ও গজল পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট গজল গায়িকা প্রতিভা সিং। এছাড়া এদিন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিধায়ক মানস মজুমদার, স্বাতী খন্দকার, রিষড়া থানার ওসি প্রবীর দত্ত, শ্রীরামপুর থানার আই সি নন্দদুলাল ঘোষকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। রাত ১২টায় নন্দ উৎসবের সমাপ্তি হয়।

ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষককে মারধর সভাপতির

সৌরভ রায়, খানাকুল ঃ পরিচালন কমিটির নির্দেশ মতো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে পদত্যাগ না করায় ওই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে স্কুলের মধ্যেই মারধর ও হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল স্কুলের তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন কমিটির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি হুগলির খানাকুলের কেদারপুর হাইস্কুলের। বুধবার বিকালে ঘটনাটি ঘটলেও ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই এদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। আর এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবারও স্কুলের পরিবেশ ছিল থমথমে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারও ছিল তুলনামূলক কম। জানা গেছে, আক্রান্ত ওই শিক্ষকের নাম অরিন্দম রায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার ফলে তিনি প্রায় ২ বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। অভিযোগ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে সরতে

না চাওয়ায় তাঁকে মারধর করে জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে বর্তমান পরিচালন কমিটির সভাপতি ও সদস্যরা। ঘটনার জেরে এদিন সন্ধ্যায় খানাকুল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অরিন্দমবাবু। ঘটনার পর অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তড়িঘড়ি এলাকায় হানা দিয়ে ওই স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য তথা মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কানাই সিং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে। কানাই স্থানীয় অরুণা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলে খবর। ঘটনাপ্রসঙ্গে অরিন্দমবাবুর অভিযোগ, কয়েকদিন আগে স্কুলে চলাকালীন টিচার্স রুমে অন্যান্য শিক্ষকদের সামনেই আমায় হেনস্থা করল, মারধর করল। বাধ্য করল রেজুলেশন খাতায় সই করে পদত্যাগ করতে। এই মুহূর্তে খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি। আমি ঘটনার কথা পুলিশকে জানিয়েছি। এদিকে সমস্ত ঘটনায় অভিযোগের তির পরিচালন কমিটির সভাপতি অভিজিৎ দোলুই, প্রসেনজিৎ ঘোষ, নিরঞ্জন দোলুই ও কানাই সিং নামে চার স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে নিরঞ্জনের স্ত্রী শিখা দোলুই হুগলি জেলা পরিষদের সদস্যা বলে খবর। যদিও সমস্ত ঘটনায় তাঁর স্বামী নিরঞ্জনকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জড়ানো হচ্ছে বলে দাবি শিখা দোলুইয়ের। তিনি বলেন, এদিনের মারধরের ঘটনার কথা শোনার পর তাঁর স্বামী বিষয়টির প্রতিবাদ করার জন্য স্কুলে গিয়েছিলেন। মারধর করতে নয়, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। তবে সমস্ত বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজেও পুলিশ এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে বলে জানা গেছে। নতুন পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। আর নতুন কমিটি আসার পর থেকেই আমাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষকের পদ থেকে সরে যাওয়ার জন্য বার বার চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সবকিছুরই নিয়ম আছে। আমি সেই নিয়ম মেনে তবেই পদ থেকে সরে যাব বলেছিলাম। সেই নিয়ে ওরা স্কুল

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান

MOL Darin | LFS | The taste of money
MONEYLICIOUS SECURITIES PVT. LTD.
LFS BROKING PRIVATE LIMITED
MOLDARIN INVESTMENTS CONSULTANTS PVT.LTD.
বিঃ দ্রঃ- বেকার ছেলে মেয়েরা ও হতাশ এজেন্টরা ! শেয়ার বাজারে আইন সম্মত ভাবে NISM Course করে আয় করার সুযোগ নিন।
Franchisee দেওয়া হয়।
Regional Office:- U.B.I. Building (1st Floor)
Link Road, Arambagh, Hooghly,
WEST BENGAL,Pin-712601
Ph.No. - 03211-256507
Mobile:- 9564355907 / 9563200600
Tollfree No.-18001211452
We are No-1 research team in India and Z.Business and CNBC AWAZ 2015-2016 award winner

দীর্ঘ ৫০ বৎসর প্রতিক্ষার পর আরামবাগের বিধায়ক সম্মানীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও সভাপতিত্বে এবং আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমায়
৫১তম নিখিল ভারত ব্রতচারী নায়ক মহাশিবির
২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত
স্থান ঃ মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়, মুথাডাঙ্গা
ঃপরিচালনায়ঃ
ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মন্ডলী
আয়োজক ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মন্ডলী
অংশগ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। যোগাযোগ করুন
Mob. 7548038080/9609542101/9733858794/9093014017